দৈনিক বাংলা

তাং 02 OCT 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

076

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু

বন্যার সময় বন্ধ থাকা বেশ কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গতকাল থেকে ক্লাশ শুরু হয়েছে। ঢাকার যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ত্রাণশিবির খোলা হয় তার মধ্যে ইতিমধ্যে ৭৩টি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও দূষণমুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে ক্লাশ শুরু হবে। বাকী ৬২টি প্রতিষ্ঠানে যদিও এখনো বন্যার্তরা রয়েছেন, তবু আশা করা হচ্ছে দিন দশেকের মধ্যে এসব প্রতিষ্ঠানেও ক্লাশ শুরু হবে।

এবারের বন্যায় আমাদের যতরকম ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার মধ্যে শিক্ষা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বন্যার সময় যেসব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বন্যাকবলিত হয়নি সেগুলিকে ত্রাণশিবির হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া অবশ্য অন্য কোন উপায়ও ছিল না। এই ভয়াবহ বন্যায় মানুষকে আশ্রয় দিয়ে তাদের প্রাণ রক্ষা করাই নিশ্চয় প্রাথমিক বিবেচনার বিষয় ছিল। স্বাভাবিক অবস্থায় শিক্ষার ওপর আমরা প্রায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করতে পারি। আমাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার মূলে রয়েছে শিক্ষা, শিক্ষা আমাদের লক্ষ্য পূরণে হাতিয়ার, কিন্তু এবারের বন্যা আমাদের স্বাভাবিক প্ল্যান-প্রোগ্রাম তছনছ করে দিয়েছে। দেশের আশি শতাংশ মানুষ যখন মৃত্যুর মুখোমুখি তখন তাদের সাহায্য করা অবশ্যই তাৎক্ষণিক কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। তবে বিপদ কেটে গেলে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা শুরু হলেই জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানারকম চাহিদা আবার ফিরে আসে। আমরা আবার জীবনের লক্ষ্য পূরণে মনোযোগ দিতে পারি। এই বন্যায় শিক্ষার যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা পূরণে যথেষ্ট মনোযোগ পরিশ্রম এবং কিছু বাড়তি সময়েরও প্রয়োজন হবে। তবে শ্রম কিছু বেশি দিলে সময় কিছু কম লাগবে—এতো জানা কথা। তাই ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম যে দরকার হবে এতে সন্দেহ নেই।

বন্যা ছাড়া অন্য কারণেও অবশ্য মাঝেমাঝে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়। লেখাপড়ার ক্ষতি হয়। শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব মহলকে এবার এই বিশেষ বিষয়ে সতর্ক হতে হবে। বন্যার কারণে শিক্ষার যে ক্ষতি হয়েছে তা পুষিয়ে নিতে হলে অন্যান্য তুচ্ছ কারণে যাতে প্রতিষ্ঠান পুনরায় বন্ধ না হয় সে ব্যাপারে সবাইকে সচেতন হতে হবে। সবাই আন্তরিক-ভাবে চেষ্টা করলে বন্যার সময়ে শিক্ষার যে ক্ষতি হয়েছে তা অবশ্যই পুষিয়ে নেয়া সম্ভব হবে।